আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ৩ ডিসেম্বর, ২০২২ ২১:০৬

হাইব্রিড টমেটোর উৎপাদনে মাঠ দিবস

গাজীপুর প্রতিনিধি:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) সরেজমিন গবেষণা বিভাগের রাজশাহীর বরেন্দ্র কেন্দ্রের আয়োজনে উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় গ্রীষ্মকালীন হাইব্রীড টমেটোর উৎপাদন কর্মসূচীর উপর মাঠ দিবস শনিবার রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বসন্তপুর ইউনিয়নের উদপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ড. মহা. বশিরুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে এ মাঠ দিবসের উদ্বোধন করেন।

'বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন ও কমিউনিটি বেস্ড পাইলট প্রোডাকশন প্রোগ্রাম' শীর্ষক কর্মসূচীর অর্থায়নে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। বারি'র প্রটোকল অফিসার মো. আল-আমিন শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানান।

বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, গাজীপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মাজহারুল আনোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, কৃষি স¤প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শামসুল ওয়াদুদ, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত¡ গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: মোখলেসুর রহমান, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, অঞ্চল-১, শ্যামপুর, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: সাইয়েদুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারি'র সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জগদীশ চন্দ্র বর্মন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহীর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ড. মহা. বশিরুল আলম বলেন, আমরা গতানুগতিক কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করতে চাই। কৃষি হবে লাভজনক পেশা। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তারা নতুন নতুন জাত আবিষ্কার করছে যেগুলো শুধু এক মৌসুমে না, সারা বছরই চাষ করা যায়। আপনারা জানেন, অমৌসুমে ফসলের দাম বেশি পাওয়া যায়। বারি উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড টমেটোর জাত ৮ ও ১১ এরকমই দুটি জাত। এই দুটি জাত চাষ করে কৃষক অনেক বেশি লাভবান হচ্ছে। আশা করি আপনাদের মাধ্যমে এ দুটি জাতের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

গত বছর রাজশাহী থেকে ২২১ মেট্রিক টন আম রপ্তানী করা হয়েছে : কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব

প্রকাশ | ০৩ ডিসেম্বর ২০২২, ২৩:১৬

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ড. মহা. বশিরুল আলম বলেন, বিদেশে আমাদের দেশে উৎপাদিত আমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গত বছর রাজশাহী অঞ্চল থেকে প্রায় ২২১ মেট্রিক টন আম বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। আম অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি ফসল। আমরা যদি আরও বেশি নিরাপদ আম উৎপাদন করতে পারি তাহলে আরও বেশি আম রপ্তানী করতে পারবো। আম রপ্তানী করার পূর্বশর্ত হচ্ছে নিরাপদ আম উৎপাদন করা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ফল গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহীর আয়োজনে শ্যামপুর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, অঞ্চল-১-এ শুক্রবার বারি নিরাপদ আম উৎপাদনের কলাকৌশল ও জাত পরিচিতি শীর্ষক এক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি ওইসব কথা বলেন।

বারি'র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারি'র পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মহি উদ্দিন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শামসুল ওয়াদুদ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফল গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফল গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহীর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. হাসান ওয়ালীউল্লাহ।

বারি'র মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের শুধু বিদেশে রপ্তানী করার জন্য নিরাপদ আম উৎপাদন করলে হবে না, আমাদের দেশের মানুষের জন্যও নিরাপদ আম উৎপাদন করতে হবে। কৃষকেরা যদি সঠিক নিয়ম মেনে সঠিক সময়ে আম গাছে কীটনাশক প্রয়োগ করেন, তাহলে আমের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি আমরা আমাদের দেশের মানুষের কাছে বিষমুক্ত নিরাপদ আম পৌছে দিতে পারবো।

এ কৃষক প্রশিক্ষণে প্রায় শতাধিক আম চাষী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তাদের নিরাপদ আম উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশল এবং বারি উদ্ভাবিত আমের বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

বারি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গণশুনানী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এর আয়োজনে বারি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী শুক্রবার রাজশাহীর বিনোদপুর বারি'র ফল গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ড. মহা. বশিরুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে এ গণশুনানীর উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. ফেরদৌসী ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. দেবাশীষ সরকার, পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মহি উদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব শামসুল ওয়াদুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী বিষয়ে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করেন প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফল গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুল ইসলাম।

গণশুনানীতে তারা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে প্রাপ্ত সেবাসমূহ সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন অভিযোগ ও মতামত তুলে ধরেন। বারি'র পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের প্রতিকার ও মতামত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়।

যাযাদি/ সোহেল